

বাংলা কথা-সাহিত্যের ধারা

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১)

[তথ্যভিত্তিক স্টাডি নোট]

ভূমিকা

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১ খ্রি.) এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন আধুনিক বাংলা গদ্যের প্রথম মুসলিম সাহিত্যিক, যিনি ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে সাহিত্য সাধনা করেছিলেন। তাঁর শক্তিশালী লেখনী ঊনবিংশ শতাব্দীর মুসলিম সমাজকে আধুনিক সাহিত্য চর্চায় অনুপ্রাণিত করেছিল।

জন্ম ও পারিবারিক পরিচয়

মীর মশাররফ হোসেন ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ নভেম্বর বর্তমান বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার লাহিনীপাড়া গ্রামে এক সচ্ছল জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মীর মোয়াজ্জেম হোসেন এবং মাতার নাম দৌলতন নেসা।

সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য ও অবদান

মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্যিক অবদান বাংলা গদ্যের বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ:

- অসাম্প্রদায়িক চেতনা:** তাঁর সাহিত্যে কোনো ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না। তিনি হিন্দু ও মুসলিম—উভয় সম্প্রদায়ের মিলন ও সম্প্রীতির পক্ষে কলম ধরেছিলেন।
- অনবদ্য গদ্যশৈলী:** বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমসাময়িক হলেও তাঁর গদ্যরীতি ছিল অত্যন্ত সাবলীল, প্রাঞ্জল ও গতিশীল। তৎকালীন বহু মুসলিম লেখকের গদ্যে আরবি-ফারসি শব্দের অতিব্যবহার থাকলেও মীর মশাররফের ভাষা ছিল শুদ্ধ ও মার্জিত বাংলা।
- সমাজ সচেতনতা:** গ্রামীণ সমাজের মোড়লদের অত্যাচার, সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট এবং মুসলিম সমাজের নানাবিধ কুসংস্কারকে তিনি তাঁর সাহিত্যে সাহসের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

প্রধান সাহিত্যকর্মসমূহ

মীর মশাররফ হোসেন উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, আত্মজীবনী ও কবিতা মিলিয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলি হলো:

- বিষাদ-সিন্ধু (১৮৮৫-১৮৯১):** এটি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক জনপ্রিয় মহাকাব্যিক উপন্যাস। কারবালার ঐতিহাসিক ও করুণ কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।
- জমিদার দর্পণ (১৮৭০):** সিরাজগঞ্জের কৃষক বিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত একটি বিখ্যাত সমাজ-সচেতন নাটক। তৎকালীন নীলকর ও জমিদারদের অত্যাচারের চিত্র এতে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

- **রত্নাবতী (১৮৬৭):** এটি মীর মশাররফ হোসেন রচিত প্রথম উপন্যাস এবং কোনো মুসলিম সাহিত্যিক দ্বারা রচিত প্রথম বাংলা উপন্যাস।
- **অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা:** তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে ‘বসন্তকুমারী’ (নাটক), ‘গাজী মিয়ার বস্তানী’ (ব্যঙ্গাত্মক সামাজিক নকশা) এবং ‘আমার জীবনী’ (আত্মজীবনী) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাংবাদিকতা ও সমাজ সংস্কার

সাহিত্য সৃষ্টির পাশাপাশি তিনি সাংবাদিকতাতেও যুক্ত ছিলেন। তিনি ‘আজিজননেহার’ (১৮৭৪) এবং ‘হিতকরী’ (১৮৯০) নামক দুটি পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাগুলির মাধ্যমে তিনি সমাজের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন।

উপসংহার

মীর মশাররফ হোসেন ছিলেন মুসলিম সমাজের নবজাগরণের অগ্রদূত। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ ডিসেম্বর এই মহান সাহিত্যিকের জীবনাবসান ঘটে। বাংলা গদ্য সাহিত্যে অনন্য ধারার প্রবর্তন এবং অসাম্প্রদায়িক সমাজ গঠনের লক্ষে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়।

গুরুত্বপূর্ণ One-liner

১. মীর মশাররফ হোসেন হলেন আধুনিক বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম মুসলিম উপন্যাসিক ও নাট্যকার।
২. তিনি ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ নভেম্বর বর্তমান বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার লাহিনী পাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
৩. কারবালার করুণ ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত ‘বিষাদ-সিন্ধু’ (১৮৮৫-১৮৯১) তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক জনপ্রিয় উপন্যাস।
৪. ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর ‘রত্নাবতী’ গ্রন্থটি হলো কোনো মুসলিম সাহিত্যিক দ্বারা রচিত প্রথম বাংলা উপন্যাস।
৫. সিরাজগঞ্জের কৃষক বিদ্রোহের পটভূমিতে জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে তিনি বিখ্যাত ‘জমিদার দর্পণ’ (১৮৭৩) নাটকটি রচনা করেন।
৬. তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার কুসংস্কার ও অসঙ্গতিকে ব্যঙ্গ করে তিনি ‘গাজী মিয়ার বস্তানী’ নামক একটি বিখ্যাত সামাজিক নকশাজাতীয় গ্রন্থ লেখেন।
৭. মীর মশাররফ হোসেনের গদ্যরীতি ছিল অত্যন্ত সাবলেইল ও অসাম্প্রদায়িক, যা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমসাময়িক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।
৮. সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে তিনি ‘আজিজননেহার’ ও ‘হিতকরী’ নামে দুটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন।
৯. তাঁর রচিত ‘বসন্তকুমারী’ (১৮৭৩) হলো কোনো মুসলিম নাট্যকার রচিত প্রথম বাংলা নাটক, যা তিনি নওয়াব আবদুল লতিফকে উৎসর্গ করেছিলেন।
১০. ঊনবিংশ শতাব্দীর মুসলিম সমাজের নবজাগরণের এই অগ্রদূত ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন।